নতুন কবির কবিতা

অরিত্র চ্যাটার্জি

ড্রিমক্যাচার

ব্যক্তিগত মেটাফর লিখব
তাই জালের ভেতর এত স্বপ্নের আনাগোনা
আর পালকের অন্তরালে যে সমারূঢ় মাকড়শা
জ্যামিতি মিশিয়ে তার অপেক্ষা মেপেছি আমি
সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর
আমাদের কোন ঘোড়া নেই
বরং আধখাওয়া চাঁদ বরাবরের ব্লেড ভেঙ্গে পালালে
রাতবিছানার মধ্যে একটা অলৌকিক ট্রেন চলে যায়
অথ ধ্বজভঙ্গ, মিনমিনে গার্ড সাহেব
আর অন্তর্বর্তী প্রেমিকার নাম সিমরান
সজোরে পতাকা দেখাই আর কেবলই ঝুঁকে পড়ে হাত নাড়ে
শেষ বগিতে যাদের পালানোর কথা
তারা এতক্ষণে ঠিক ঢুকে গেছে টানেলে
যাবতীয় মেশিন ভিজিয়ে এইরূপে আরেকটি ভোর শেষ হল
প্রভু নখের ছায়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, ট্রা লা লা লা…

নিজস্ব ধ্বনির প্রতি

শব্দের মোরাম পেরিয়ে তোমার কাছে যেতে হবে জানি।

তুমি পরিচিত ভাষা নও, নও কোন নিকট পোষ্যের ডাক
দূর থেকে ভেসে আসা পুরোনো রেডিওর গান,
ভেবে ভুল করি।

যেভাবে ভুল করি গণনায়, প্রতিটি স্বপ্নের শেষে
আপেলের মতন যাবতীয় শরীর ছেয়ে ফেলে
অনাহূত আলো- ঠোঁটের উপরস্থ ওই উজ্জ্বল স্বেদবিন্দু
বৃত্তাকারে দাঁড় করায় একাকীত্বের মুখোমুখি

পরিধি অতিক্রম করে গেলে যা কিছু শব্দহীন
কেন্দ্রের অভিমুখে একটি ভারী ও শিথিল জিভ
সেইখানে হাড়ের প্রজাপতি, ঠাণ্ডা নক্ষত্রপুঞ্জের অধোভাগে
খুব নিচু জলের আনাগোনা, অস্পষ্ট স্পন্দনের আড়ালে
আমি ইতস্তত তোমার সন্ধান করি…

শরীরী কবিতা

চটুল জলের ওপর
অনায়াস দুটো হাত খেলছে
গোপন মুদ্রা, স্পষ্ট হয়ে উঠছে
হাত তো শরীর- ই
তবু শরীরবিহীন জল
ফিরে আসছে বারে বারে
ধাক্কা খেয়ে হাড়ের বিপরীতে
সেইখানে অবিন্যস্ত মাটি
গোল ও কালো গর্ত বরাবর
ক্রমশ আকার নিচ্ছে শরীর
ও যা কিছু জ্যামিতি সংক্রান্ত…

সার্কিস পারজানিয়ার ডায়েরি

১

ইওসিন শিঙাখানি সশব্দে ফুঁকে নিলে
যেটুকু নিস্তব্ধতা অবশিষ্ট থাকে
পীচ ও মাখন সহযোগে
তা চেটেপুটে নিতে নিতে তুমি দেখো
ভোজটেবিলে সকৌতুকে তোমায় নিরীক্ষণ করছে
রাংতাসর্বস্ব একটি ময়ূর
ও তার পলকবিহীন চোখে
ক্রমবিলীয়মান তোমার ছায়া

২

অথচ কতই না ঘোরতর খুঁজে দেখেছি
পীতাভ মানুষের ভিড়ে ঈষৎ নীলচেমতন নারী
আমারও তো ইচ্ছেবিশেষ ছিল নাকি
গুলানশারো থেকে আন্দাজ পঁয়ত্রিশ মাইল পথ
ঘোড়া ডিঙিয়ে হপ্তাবাবদ জাদুকরী বাড়ি যাই
কি অসম্ভব দুর্বিষহ এইসব ফিরতিপথ বরাবর
নিরুত্তাপ মুখোশধারীরা অনায়াস জাগলিং দেখায়
সেটা শেষ শীতকাল,
পেলিক্যানে পেলিক্যানে পরিবৃত বন্দরে
একে একে ভেড়ানো হচ্ছে ভাসমান জাহাজ
সার বেঁধে নেমে আসছে ফ্যাকাশে মানুষেরা
এহেন রক্তশূন্যতার ভিড়ে বিন্দুমাত্র ছুরিকাঘাত ছাড়াই
কিভাবে নিজস্ব নীলচে নারীটিকে চিনে নেব তা তোমরাই আমায় বল

আয়না ও সোলো ট্রিপ

জল কেটে লিখছি
ধ্বনির ট্র্যাজেডি
আলগা বুনটে
জিভের মোরাম
ফুলে ফেঁপে ওঠে
ফেনার ওপারে
কিছু স্থির আগুন
মেঝেতে জমেছে
ব্যক্তিগত আংরাখা
ধূসর বাউন্ডারি
পেরিয়ে শরীরী- কমিউন
ষোল সোলো ট্রিপে
ফের খেলা ঘুরবে
রিভার্স ট্রাম্প, চলো

রিভার্স ট্রাম্প, চলো
ফের খেলা ঘুরবে
ষোল সোলো ট্রিপে
পেরিয়ে শরীরী- কমিউন
ধূসর বাউন্ডারি
ব্যক্তিগত আংরাখা
মেঝেতে জমেছে
কিছু স্থির আগুন
ফেনার ওপারে
ফুলে ফেঁপে ওঠে
জিভের মোরাম
আলগা বুনটে
ধ্বনির ট্র্যাজেডি
জল কেটে লিখছি

জন কেজের সাথে সাড়ে চার মিনিট

অবশেষে তুমুল করতালির ভেতর সেই পলিত বাদক আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন ও বিনম্র অভিবাদন জানালেন এবং বোধ করি আমরা যারপরনাই উৎসাহিত ছিলাম সেই নৈঃশব্দের অপেরা প্রত্যক্ষ করব বলে, এতবেশি যে আমাদের মধ্যবর্তী জনৈক যুবক চাপা শিস দিয়ে উঠেছিল যার অনুরণন প্রলম্বিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল জমাট প্রেক্ষাগৃহের ভেতর, বৃদ্ধ বাদকটি বিরক্ত হয়েছিলেন কিনা এতদূর থেকে তা স্পষ্ট দেখা যায়নি, তবে এরপর তিনি তার পকেট ঘড়িটি সযত্নে বার করেন ও নির্দিষ্ট সময়ানুসারে পিয়ানোর ডালাখানি সশব্দে নামিয়ে দেন ও অপেক্ষা করতে থাকেন, তাঁর দীর্ঘ দুই হাত অসহায় ভাবে দেহের দুপাশে পর্যায়ক্রমে ঝুলে রয়েছিল, এবং মাথা নিচু করে তিনি অপেক্ষা করছিলেন, সেই ঘড়ির কাঁটার অমোঘ টিকটিক শব্দ যা আমাদের ধমনীর ভেতর আমরা প্রথমবারের মতন শুনতে পেয়েছিলাম , অথচ কখন তা অকস্মাৎ থেমে যাবে, এই প্রবল অস্বস্তিকর চিন্তা মাথার মধ্যে প্রতি মিনিটে ঘনিয়ে উঠেছে, দ্রুত নিঃশ্বাসের সাথে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, সেই মধ্যবর্তী যুবকটির হঠাৎ- ই গোঙানোর শব্দ, ফিসফিস করে কেউ অভিসম্পাত করে বলেছিল, ঈশ্বর এই অশেষ নীরবতা হতে আমাদের রেহাই দাও, এবং আমার আবারও মনে পড়ছিল কফিশপে অভিনিবিষ্ট সেই চিত্রকরটির কথা, তুমি কখনোই পুরোপুরি নৈঃশব্দকে ফ্রেম বন্দী করে উঠতে পারো না...আঙুলের ফাঁকে অবশিষ্ট খাবারের গুঁড়োগুলো জড়ো করতে করতে যিনি বলেছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দূরতর, প্রেক্ষাগৃহের সেই ভারী বাতাসের মধ্যে আমরা বসেছিলাম, না সাড়ে চার মিনিট নয়, বরং সঠিকভাবে বললে এইভাবে সুদীর্ঘ চার মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ডের পর অবশেষে সেই বাদকটি তাঁর ঘড়িখানি বন্ধ করে পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন, অভিবাদনের অন্তরালে তাঁর ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল স্পষ্টতই এবং এই অমোঘ নৈঃশব্দ থেকে অব্যাহতি পাবে বলে যে দর্শক তাঁকে আবারও তুমুল করতালি সহকারে অভিনন্দিত করবে, সে কথা তিনি যে আগে থেকেই জানতেন তা তাঁর ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে অর্থবহ হাসি থেকে আমরা ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম...

(কবিতাসূত্রঃ https://www.britannica.com/topic/433-by-Cage)

===

২১: ২০র কবি অরিত্র চ্যাটার্জি। জন্ম ১৯৯৪। বেড়ে ওঠা উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা।পেশায় যন্ত্রবিদ, আগ্রহী জীববিজ্ঞানে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে গবেষণারত। ভালবাসেন নস্টালজিয়া, জীবনকে সিনেমার ফ্রেমে দেখতে আর অবসরে তার মজা ও ম্যাজিক খুঁজে বেড়াতে। কবিতা ওঁর সেই অনুসন্ধানের হাল- লগি, স্বপ্নলেখা। প্রকাশিত কবিতার বই 'ঝরা পাতার সমাহার' (২০১৯)।